



44021 - ইস্তগিফার ও রোযা রাখার মাধ্যমে বছর সমাপ্ত করার পরামর্শ কি দয়া যায়?

প্রশ্ন

হজিরি বর্ষ শেষে হওয়ার সময় নকিটবর্তী হলে এ ধরণে মবাইল-মসেজে এর ছড়াছড়ি শুরু হয় যে, বছর শেষে হওয়ার সাথে সাথে আপনার আমলরে খাতা গুটিয়ে ফেলা হবে। এ মসেজেগুলোতে ইস্তগিফার করা ও রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ধরণে মসেজেরে হুকুম কী? যদি বছরের শেষে দনি সোমবার বা বৃহস্পতিবার পড়ে তাহলে সেই দনি রোযা রাখা কি বিদিত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নাহ-তে প্রমাণ রয়েছে যে, বান্দাদের আমলসমূহ আল্লাহর কাছে পশে করার জন্য অনতবিলম্বে উত্তোলন করা হয়। প্রতিদিকে দনি দুইবার। রাত্রে একবার; দনিতে একবার। সহি মুসলমি (১৭৯) আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি উক্তি নিয়ে আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্যে সমীচীন নয়। তিনিই মযানকে নীচে নামান ও উপরে উঠান। তার কাছে দনিতে আমলের আগে রাত্রে আমল পশে করা হয় এবং রাত্রে আমলের আগে দনিতে আমল পশে করা হয়।”

ইমাম নববী বলেন: সংরক্ষক ফরেশেতাগণ রাত শেষে হওয়ার পর দনিতে প্রথমমাংশে রাত্রে আমল নিয়ে উপরে উঠে যায়। এবং দনি শেষে হওয়ার পর রাত্রে প্রথমমাংশে দনিতে আমল নিয়ে উপরে উঠে যায়।

ইমাম বুখারী (৫৫৫) ও মুসলমি (৬৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের কাছে পালাক্রমে একদল ফরেশেতা রাত্রে এবং একদল ফরেশেতা দনিতে আসতে থাকেন। তারা (উভয় দল) ফজর ও আসরের সালাতে একত্রিত হন। এরপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করতেন তাঁরা উর্ধ্বলোককে চলে যান। এরপর তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসে করেন: -অথচ তিনি তাঁদের চয়ে অধিক জ্ঞাত- ‘তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে?’ তখন তাঁরা বলেন আমরা যখন তাদেরকে রেখে আসি তখনও তারা সালাত আদায় করতেন। আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায় করতেন।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, দনিতে শেষমাংশে আমলগুলো উত্তোলন করা হয়। সে সময় যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে থাকে তার রযিকি ও আমলে বরকত দয়া হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। এই দুই ওয়াক্তরে নামায (অর্থাৎ



ফজররে নামায ও আসররে নামায) নয়িমতি আদায় করা ও গুরুত্ব দায়ের গূঢ় রহস্য এর ভিত্তিতে।[সমাপ্ত]

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়েছে যে, প্রত্যেকে সপ্তাহরে আমল দুইবারে আল্লাহ তাআলার কাছে পশে করা হয়।

ইমাম মুসলিমি (২৫৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: মানুষরে আমল প্রতি সপ্তাহে দুইবার পশে করা হয়। সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে। তখন প্রত্যেকে মুমনি বান্দাকে কক্ষমা করে দেয়া হয়; শুধু এমন ব্যক্তি ছাড়া যার মাঝে ও তার ভাই এর মাঝে বিদ্বেষ রয়েছে। বলা হয়: এ দুইজনকে রেখে দাও; যতক্ষণ না তারা বিবাদ মীমাংসা করে নেয়।”

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়েছে যে, এক বছরে আমল এক সাথে শাবান মাসে আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হয়:

সুন্নাতে নাসাঈ -তে উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শাবান মাসে যতবশে রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে আমি আপনাকে এত রোযা রাখতে দেখি না?! তিনি বলেন: এটি রজব ও রমযানরে মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাস সম্পর্কে লোকেরা গাফলে। এ মাসে আমলগুলো রাব্বুল আলামীন এর কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি রোযা থাকা অবস্থায় আমার আমলগুলো উত্তোলন করা হোক।[আলবানি ‘সহীল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করছেন]

এ দললিগুলোর সার নর্যাস হলো- বান্দার আমলগুলো আল্লাহর কাছে তিনিভাবে উপস্থাপন করা হয়:

দৈনিক উপস্থাপন: দিনে দুইবার।

সাপ্তাহিক উপস্থাপন: সপ্তাহে দুইবার: সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে।

বাৎসরিক উপস্থাপন: বছরে একবার শাবান মাসে।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: গোটো বছরে আমল শাবান মাসে উত্তোলন করা হয়; যমেনটি সংবাদ দিয়েছেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-অনুবাদক)। গোটো সপ্তাহরে আমল সোমবার ও বৃহস্পতিবারে পশে করা হয়। দিনরে আমল দিনরে শেষে রাতরে আগে উত্তোলন করা হয় এবং রাতরে আমল রাতরে শেষে দিনরে আগে উত্তোলন করা হয়। তাই দবারাত্ররি এ উত্তোলন বাৎসরিক উত্তোলনরে চয়ে খাস। যখন আয়ুকাল শেষে হয়ে যায় তখন গোটো জীবনরে আমল উত্তোলন করা হয় এবং আমলরে খাতা গুটয়ি রেখা হয়।[হাশিয়াতু সুন্নাতে আবি দাউদ থেকে সংক্ষেপে ও সমাপ্ত]

আল্লাহর কাছে আমল পশে করার সময়গুলোতে বেশি বেশি নিকে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রমাণ রয়েছে এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসরে রোযার ব্যাপারে বলেন: “আমি পছন্দ করি আমার আমল আমি রোযা থাকা অবস্থায় উত্তোলিত হোক”।



সুনানে তরিমযিতি (৭৪৭) এসছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে:
“আমলগুলো সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে উপস্থাপন করা হয়। আমি পছন্দ করি আমার আমল আমরিযো থাকা অবস্থায়
উপস্থাপন করা হোক”।[আলবানি ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (৯৪৯) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

কোন কোন তাবয়ে বৃহস্পতবিারে নজিরে স্ত্রীর কাছে কাঁদতনে এবং তার স্ত্রীও তার কাছে কাঁদতনে এই বলে য়ে: আজ
আমার আমল আল্লাহর কাছে পশে করা হচ্ছে।[ইবনে রজব ‘লাতায়ফিল মাআরফি’ গ্রন্থে উল্লেখ করছেন]

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করছি এতে সুস্পষ্ট হয়ছে য়ে, আমলের খাতা গুটানো কথিবা আল্লাহর কাছে
আমলগুলো উপস্থাপনের সাথে কোন বছরের সমাপ্তি কথিবা সূচনার কোন সম্পর্ক নহে। বরং শরয়ি দলিলগুলো আমল
উপস্থাপনের অন্য কিছু সময় সূত্রিষ্টি করছে। এবং দলিলগুলো এটাও প্রমাণ করছে য়ে, এ সময়গুলোতে বেশি বেশি
নকেরি কাজ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ।

শাইখ সালহে আল-ফাউযান বছরের সমাপ্তিলিগনে বছর শেষে য়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দয়ো প্রসঙ্গে বলনে: এর কোন
ভিত্তি নহে। বছরের শেষে শযোংশে নরিদষ্টি কোন ইবাদত পালন য়মেন- রযো রাখা গ্রহতি বদিত।

সোমবার ও বৃহস্পতবিারে রযো রাখার প্রসঙ্গে:

এ রযো যদি কারো অভ্যাসগত হয় কথিবা এ দবিসদ্বয়ে রযো রাখার ব্যাপারে য়ে উৎসাহ এসছে সে কারণে হয় তাহলে
বছরের শেষে দনি কথিবা শুরুর দনি পড়লেও এমন রযো রাখতে কোন বাধা নহে। তবে, শর্ত হচ্ছে- এই উপলক্ষকে কেন্দ্র
করে য়নে রযোটা না রাখতে কথিবা এই উপলক্ষে রযো রাখার বিশেষ মর্যাদা আছে এমন ধারণায় রযো না রাখতে।

আল্লাহই ভাল জাননে।